বাংলাদেশের ২১তম প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষেঃ

বাণী

বাংলাদেশের ২১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে আমি গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৫খ্রি. তারিখ দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব গ্রহণের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মাননীয় আইনমন্ত্রী, বিজ্ঞ আইনজীবীবৃন্দ এবং বিচার অঙ্গন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দেশের প্রধান দৈনিক পত্রিকাসমূহে এ উপলক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ প্রকাশ এবং নিকট ভবিষ্যতে বিচার বিভাগের সার্বিক কল্যাণে গৃহীতব্য বিষয়সমূহে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রত্যেককে এ জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো আমার দায়। তবে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব নয়। এছাড়া, বিচারক হিসেবে কথা বলার পরিসরও সীমিত বিধায় এ বাণীর মাধ্যমে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এ প্রয়াস।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। কাঙ্খিত সময়ে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সকল আদালতে চলমান মামলাজট নিরসন ও মামলা-মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচারকের শূন্য পদ পূরণ, অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধি, আদালতের বিচারিক কর্মঘন্টার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

প্র্যাকটিস ডিরেকশন ইস্যু, বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সুপ্রীম কোর্টের নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিং এর ফলে বিচার কাজে ব্যয়িত কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে মামলা নিষ্পত্তির হার বেড়েছে; যা পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়। বর্তমান বছরে দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার বিগত বছরের এ সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আপীল বিভাগে মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯,৩৫৬টি। এ সময়ে বিগত বছরে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ৫,৭৮৯টি। এক্ষেত্রে তুলনামূলক মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার ১৬২%। হাইকোর্ট বিভাগে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৩,৩৮০টি। অথচ ২০১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ২২,৪৭৭টি। এক্ষেত্রে তুলনামূলক মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার ১৪৯%। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন আদালতে মোট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ১০,৬৭,৭৩৩টি। এ সময়ে ২০১৪ সালে নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯,৯৭,৬৫২টি। এক্ষেত্রে তুলনামূলক মামলা নিষ্পত্তির শতকরা হার ১০৭%।

দেশে প্রথম বারের মতো বিচার বিভাগ ডিজিটাইজেশন এবং কার্যকর আদালত প্রশাসন ও মামলা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মামলাজট সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনার পথে বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা এবং দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের

বিচারপতিবৃন্দসহ অধস্তন আদালতের সকল স্তরের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, ২০১৫ আয়োজন করা হয়।

মামলা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার এবং দক্ষ সেবাদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে, অধস্তন আদালতসমূহে প্রায় তিন শতাধিক কম্পিউটার ও দুই শতাধিক ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে অনলাইন কজলিস্ট প্রকাশ, অনলাইনে উচ্চ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জামিন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সুপ্রীম কোর্ট অনলাইন বুলেটিন (SCOB)-এ আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ রায় এবং সেগুলোর রেসিও ডিসাইডেন্ডি হেডনোট আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে ই-কোর্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিচার অঙ্গন অত্যন্ত পবিত্র স্থান, এখানে মানুষ তার অধিকার রক্ষা/প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত হয় বিধায় এর পরিবেশ মনোরম না হলে বিচারপ্রার্থী জনগণের মধ্যে আস্থার সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের উন্মুক্ত স্থানসমূহে পরিকল্পিতভাবে বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবেশে নান্দনিকতা আনা হয়েছে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণসহ এ প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের অফিস সময়ে নিরাপদ অবস্থায় লালন-পালনের নিমিত্ত খাবারের বন্দোবস্তসহ 'সুপ্রীম কোর্ট ডে-কেয়ার সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের যাদুঘর-কে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মেডিক্যাল সেন্টারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। লাইব্রেরীতে দীর্ঘ দিন যাবত শূন্য থাকা লাইব্রেরীয়ানের পদ পূরণসহ ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টে সমাজের অসহায়, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীদের সরকারি আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রশাসনের কাজের ব্যাপ্তি পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় রেজিস্ট্রার জেনারেলের পদসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনেক নতুন পদ ইতোমধ্যে সৃজন করা হয়েছে এবং আরো কিছু পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন আছে। কর্মদিবসে সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে প্রচুর সংখ্যক গাড়ী আসা-যাওয়া করে বিধায় প্রায়শঃ যানজট সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা দূরীকরণে সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পাশের দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা রাস্তাটি পুনরায় চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং আশা করা যায় অচিরেই এ পথ ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

বিচারকদের জন্য অনুসরণীয় শিষ্টাচার ও নীতিমালার কারণে বিচারপতিগণের স্বাভাবিক চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে বিধায় সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে তাঁদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং একটি সেলুন স্থাপন করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণও এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

দেশের সকল অধস্তন আদালত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে আমি ইতোমধ্যে দেশের ১৫টি জেলার অধস্তন আদালত পরিদর্শন করেছি। পরিদর্শনকালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরাতন মামলা নিষ্পত্তিসহ বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

দেশের অধস্তন আদালতসমূহে বিদ্যমান বিচারক ও সহায়ক জনবলের স্বল্পতা, অবকাঠামোগত সমস্যা এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদির (logistics support) অপ্রতুলতাসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্বেও গৃহীত সকল কার্যক্রমে শতভাগ সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। আশা করা যায়, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় বিদ্যমান সকল প্রতিকূলতা নিরসনক্রমে অচিরেই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

সুপ্রীম কোর্টের মামলাজট নিরসনকল্পে বিদ্যমান অবকাশকালীন ছুটি কমিয়ে আনা এবং যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার রায় লেখা নিশ্চিত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা সত্বেও সহকর্মী সকল বিচারপতিগণকে এ বিষয়ে সম্মত করতে সমর্থ হইনি, এটা আমার ব্যর্থতা। কোনো কোনো বিচারপতি রায় লিখতে অস্বাভাবিক বিলম্ব করেন। আবার কেউ কেউ অবসর গ্রহণের দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত রায় লেখা অব্যাহত রাখেন, যা আইন ও সংবিধান পরিপন্থী।

সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারপতিগণ বাংলাদেশের সংবিধান, আইনের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ গ্রহণ করেন। কোনো বিচারপতি অবসর গ্রহণের পর তিনি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে গণ্য হন বিধায় তাঁর গৃহীত শপথও বহাল থাকে না। আদালতের নথি সরকারি দলিল (Public Document)। একজন বিচারপতি অবসর গ্রহণের পর আদালতের নথি নিজের নিকট সংরক্ষণ, পর্যালোচনা বা রায় প্রস্তুত করা এবং তাতে দস্তখত করার অধিকার হারান। আশা করি বিচারকগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এমন বেআইনি কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

বিচার বিভাগের বর্তমান সন্ধিক্ষণে বেঞ্চ ও বার-এর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার সম্পর্ক বজায় থাকা অত্যাবশ্যক। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার বিভাগের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের উপর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বার-এর ভূমিকাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একটি শক্তিশালী ও সহযোগিতামূলক বার নিঃসন্দেহে বেঞ্চ এর সবচেয়ে কার্যকর বন্ধু।

উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতে বিচারিক কর্মঘন্টার সম্পূর্ণ ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীদের অনুপস্থিতির কারণে মামলা বিনা তদবিরে খারিজ হয়। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ১নং কোর্টে এরূপ অনেক মামলা খারিজ হচ্ছে। এর ফলে বিচারপ্রার্থী জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিচারপ্রার্থী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে আমি এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করছি।

ন্যায় বিচার ও জনকল্যাণের স্বার্থে যদি আইনজীবী ও বিচারকদের উদ্যোগের সম্মিলন ঘটানো যায়, তাহলে আমরা ইতিহাসে জায়গা করে নিতে পারবো। আইন পেশার সাথেই দায়িত্বশীলতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। সুদূর পরাহত ন্যায়বিচার পাবার আশায় জনগণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আইনজীবী ও বিচারকগণই তাদের প্রত্যাশা পূরণের প্রধান সারথী। একটি প্রার্থনালয় যেমন কখনো বন্ধ থাকতে পারে না, তেমনি লাখ লাখ বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য ন্যায়বিচারের মন্দিরও কখনো বন্ধ থাকা উচিত নয়।

আমি প্রত্যাশা করি, অধস্তন আদালতের বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থী সকলে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বিচার অঙ্গনের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখবেন। বিজ্ঞ আইনজীবীগণ আদালত বর্জন না করে উদ্ভূত সমস্যা অবহিত করলে দ্রুততার সাথে এ বিষয়ে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আশা করছি- সরকার, বিচারক, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী জনগণ তথা দেশবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা পেলে বিদ্যমান মামলাজট দ্রুত নিরসন সম্ভব হবে। ফলে বিচারপ্রার্থী জনগণের স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে গুণগত বিচার প্রাপ্তি সম্ভব হবে এবং এ দেশের বিচার ব্যবস্থা বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগ আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে এবং গণমাধ্যম সেই বার্তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এ দেশের গণমাধ্যম সেই দায়বদ্ধতা থেকে পূর্বাপর বিচার বিভাগ ও বিচারপ্রার্থী জনগণের আশা-আকাঙ্খা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিগত এক বছরে গণমাধ্যম বিচার বিভাগ এর বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে সময়োপযোগী সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করায় এক্ষণে তাদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

পরিশেষে বিচার বিভাগের যুগান্তকারী সংস্কার সাধনে আগামী দিনের পথচলায় সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

স্বাঃ

(বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা)
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
১৭ জানুয়ারি, ২০১৬।